21 AUG 2008

যায়যায়দিন
২১ আগস্ট ২০০ বৃহস্পতিবার

বদলে যাচ্ছে ক্লাস ওয়ানের বাংলা বই

যাযাদি রিপোর্ট

বদলে যাচ্ছে প্রাইমারি স্তরের ক্লাস ওয়ানের বাংলা বইটি। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই শিশুরা এ নতুন বই পাচ্ছে।

নানা আলোচনা সমালোচনার পর ক্লাস ওয়ানের প্রচলিত বাংলা বইটিতে ব্যাপক সংশোধন ও পরিমার্জন আনা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এরই মধ্যে বই তৈরির কাজ শেষ করেছে। এখন বইটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি খসড়া বইটির বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা বলে এনসিটিবিকে চিঠি দিয়েছে। এনসিটিবি বর্তমানে খসড়া বইটির সংশোধনের কাজ করছে। সংশোধন শেষ হলেই চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হবে বইটির-সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

২০০৩ শিক্ষাবর্ষে বর্তমানে প্রচলিত ক্লাস ওয়ানের বাংলা বইটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পর থেকেই নানা মহল থেকে এ বই নিয়ে সমালোচনা হয়েছে, দাবি এসেছে বই পরিবর্তনের। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে ক্লাস ওয়ানের বই নিয়ে সরকারের উচ্চ মহলে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে বইটি পরিমার্জনের কাজ শুরু হয়।

প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বইতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক যুক্তবর্ণ রয়েছে যা শিশুদের জন্য অযোগ্য। বাংলা বইটিতে ছিল ১৬০০-এর বেশি শব্দ। বর্তমানে খসড়া বইতে শব্দসংখ্যা প্রায় অর্ধেক বাদ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এনসিটিবির ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ জিয়াউল হাসান। বর্তমান ক্লাস ওয়ানের বাংলা বইতে জাতীয় সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে দুইবার। আর খসড়া বইতে এর পুনরাবৃত্তি রোধ করে জাতীয় সঙ্গীতের একবার ব্যবহার করা হয়েছে।

নতুন বইতে স্বাধীনতার সঠিক তথ্য তুলে ধরতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন এ বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে। বাচ্চাদের জনপ্রিয় ছড়া হাট্টিমাটিম টিম সংযুক্ত হয়েছে খসড়া বইতে।

ক্লাস ওয়ানের আগের বইটি রচনা করেছিলেন মনসুর মুসা, জসীম উদ্দীন আহমদ এবং রুপা চক্রবর্তী। বইটি সম্পাদনা করেছিলেন আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। আর বর্তমানে মূল বইটির পরিমার্জন ও সংশোধন কাজ করেছেন, এনসিটিবি'র প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং বাংলার সহযোগী অধ্যাপক জিয়াউল হাসান, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক ও ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক শামীম জাহান আহসান। আর বইটির নতুন প্রচ্ছদ, রঙের ব্যবহার ও ছবির কাজটি করছেন ইলাস্ট্রেটর আবদুল হালিম মন্টু।

যেসব পরিবর্তন এসেছে বইতে

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকের প্রায় ৫০ ভাগ শব্দই থাকবে না নতুন বইতে। বইতে বিভিন্ন আর্টিকেলের মূল উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে শব্দ কমানো হয়েছে। আমাদের দেশ লেখাটি আগের বইতে ছিল ২৮৭ শব্দ আর তা বর্তমান বইতে করা হয়েছে মাত্র ৮৬ শব্দে। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান লেখাটির শব্দসংখ্যা ছিল ২০৬ আর বর্তমান বইতে তা করা হয়েছে ৭৭। আগের বইতে রাক্ষস, দৈত্য, শুল ইত্যাদি কঠিন ও ভীতিকর শব্দ এবং শিশুদের জন্য ভীতিকর ও অস্বস্তিকর ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল। আর বর্তমান নতুন বইতে সেসব ছবি বাদ যাচ্ছে।

কেবল শব্দ বাদ দেয়াই নয় পাশাপাশি নতুন কিছু শব্দ ও তথ্য দেখা যাবে বইটিতে। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন লাইনটি সংযুক্ত করা হয়েছে। বইতে হাট্টিমাটিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম ছড়াটি নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া 'ঙ' ও 'ঞ' এ বর্ণ দুটির উচ্চারণ 'উঙো' ও 'ইয়োঁ' বানান করে নতুন বইয়ে লিখে দেয়া হয়েছে।

বইতে ছন্দময় বাক্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 'শালিক বসে গাছের ডালে', 'শাপলা ফোটে ঝিলের জলে', 'ঠিক দাম নাও চমচম দাও', 'দই আন ধান ভান', 'বীণা বাজাও বনে সাজাও', 'ফুফু দেন পাত খাই দুধ ভাত' ইত্যাদি ছন্দময় বাক্যের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন পরিমার্জনকারীরা। এবারের বইতে দেশের ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্ণ শেখার পদ্ধতিতে পরিবর্তন

বইতে বর্ণ শেখার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রথমে বাচ্চারা মুখে মুখে নিজেদের পরিচয়, মা-বাবা, ভাই-বোনের পরিচয় জানবে। এরপর স্বরবর্ণ অনুযায়ী সহপাঠীদের নাম শিখবে। এরপরই বাচ্চারা পড়বে মজার ছড়া হাট্টিমাটিম টিম ও আয়রে আয় টিয়ে। এরপর ছবি দেখে গল্প শুনে এবং মুখে মুখে বাচ্চারা পড়বে সিংহ ও ইঁদুর গল্পটি। এরপর তারা বিভিন্ন আঁকা শিখবে এবং শিক্ষার্থীরা স্বরবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ ছবিতে দেখে বলবে। দেখে দেখে শেখার পর শিক্ষার্থীরা লিখবে।

ইলাস্ট্রেশন হবে আকর্ষণীয়

বর্তমানে প্রচলিত বাংলা বইয়ের সমালোচনার একটি বিরাট ক্ষেত্র ছিল বইটির ইলাস্ট্রেশন। খসড়া বইতে যেসব ইলাস্ট্রেশন রয়েছে সেগুলো আগের বইয়ের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, মজার এবং আকর্ষণীয় হবে বলে মন্তব্য করেছেন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। এবারের বইয়ের প্রতি পাতায় লেখার ফাঁকে ফাঁকে থাকবে বিভিন্ন রঙের ছটা যা শিক্ষার্থীদের বই পড়তে অনেকটা আগ্রহী করে তুলবে। পরিমার্জিত এ বইতে ছবির রঙেও থাকবে বৈচিত্র্য।

শব্দ সংখ্যা কমলেও পৃষ্ঠাসংখ্যা কমেছে একটি

খসড়া বইতে আগের বইয়ের তুলনায় শব্দ সংখ্যা অর্ধেক কমলেও পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র একটি কমেছে। আগের বইতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭২ আর নতুন বইতে তা হয়েছে ৭১।

দুই বছর পর পরিবর্তন হবে পুরো বই

দুই বছর পর বইটিতে আমূল পরিবর্তন করা হবে বলে জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, পরিমার্জন করে আসলে সব কিছু পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। আমরা দুই বছর পরে কারিকুলাম পরিবর্তন করে বইটির আমূল পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করছি।